দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

কাপ্তাইয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ রাতে সন্ত্রাসীদের জন্য খোলা থাকে

।। কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) থেকে সংবাদদাতা ।।

উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর ধরে চলছে সন্ত্রাসীদের আড্ডা। সন্ত্রাসীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ রাতে খোলা রাখতে হয়। সন্ত্রাসীরা দলবলভাবে রাতে ঐ কক্ষে বসে মদ, গাঁজা ইত্যাদি সেবন করে এবং জুয়া খেলে আড্ডা দেয়। সকালে স্কুল শিক্ষকরা এসে ছাত্রদের দিয়ে কক্ষ পরিষ্কার করে ক্লাস শুরু করেন। বছরের পর বছর চলছে এই অবস্থা। বিষয়টি এখন ছাত্রশিক্ষক সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। এই অপকর্ম চলছে কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের বারঘোনা মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক জানান, স্কুলে সন্ত্রাসীরা আরো নানা রকম অপকর্ম চালিয়ে আসছে। প্রথম প্রথম শিক্ষকরা সন্ত্রাসীদের বাধা দিতেন এবং স্কুল ছুটির পর প্রতিটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু পরের দিন স্কুলে এসে দেখতেন স্কুলের প্রতিটি দরজার তালা ভাংগা। অনেক দরজা-জানালাও ভাঙ্গা। এ ব্যাপারে কাপ্তাই থানা পুলিশকে একাধিকবার অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে বর্তমানে সন্ত্রাসীদের সব অপকর্ম মেনে নিচ্ছি। প্রধান শিক্ষকের আরো অভিযোগ, কতবার যে দরজায় তালা দিয়েছি তার হিসেব নেই। শেষ পর্যন্ত স্কুলের একটি কক্ষ সার্বক্ষণিক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেই। যখন থেকে একটি কক্ষের তালা খোলা রাখছি তখন থেকে অন্য কক্ষগুলোর তালা আর ভাংগা হয়নি। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন রাত ১০টার পর স্কুলে ঢুকে এবং সারারাত আড্ডা দিয়ে ভোরে চলে যায়। এই অবস্থায় স্কুলের সার্বিক নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হলেও আমাদের আর কিছু করার নেই।

স্কুলের কয়েকজন ছাত্র জানান, প্রতিদিন সকালে স্কুলে ঢুকে তারা শত শত সিগারেটের শেষাংশ পরে থাকতে দেখে। সিগারেটের ছাইয়ে কক্ষের আসবাবপত্র আচ্ছাদিত থাকে। মদ, গাঁজা ও সিগারেটের কড়া গন্ধে স্কুলে বসাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু শিক্ষকদের নির্দেশে ইচ্ছা না থাকলেও তারা প্রতিদিন নিজ হাতে কক্ষ পরিষ্কার করে। সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে জানতে চাইলে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক জানান, ঐ সন্ত্রাসীরা সবার কাছেই পরিচিত। কিন্তু কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস পায়নি। স্থানীয় প্রশাসন যেখানে চুপ করে থাকে সেখানে অন্যদের কিছু করার থাকে না। শিক্ষকরা আরো বলেন, আগে একাধিকবার স্কুলের আসবাবপত্র চুরি হয়েছে। কিন্তু একটি কক্ষ সার্বক্ষণিক খোলা রাখার পর স্কুলের আর কোন সম্পদ চুরি হয়নি।